COMPILED AND CIRCULATED BY Prof. ISHITA BISWAS, ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF GEOGRAPHY, NARAJOLE RAJ COLLEGE.

PHYSIOGRAPHIC DIVISIONS OF INDIA

5. মধ্য ও পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি :

i) ভারতের মধ্যভাগে অর্থাৎ উত্তরে বিশাল সমভূমি ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মাঝের অংশকে মধ্য ভারতের উচ্চভূমি বলা হয়, উত্তর পশ্চিম দিকে আরাবল্লি পর্বত, দক্ষিণে নর্মদা নদী উপত্যকা এবং পূর্ব দিকে রেওয়া মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ হল মধ্য ভারতের উচ্চভূমি। মধ্যভারতের উচ্চভূমির কিছু ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি নীচে দেখানো হল —

a. পশ্চিমদিকে আরাবল্লি পর্বতের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যা প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত। বর্তমানে ক্ষয় পেয়ে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের রূপ নিয়েছে। আরাবল্লির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুরুশিখর (1722 m)। এই পার্বত্য অঞ্চলে নোনা জলের হ্রদ দেখা যায় যেমন - সম্বর, পাচভদ্রা, এছাড়া মৌসুমী মেঘের বৃষ্টিপাতের কারণে বৃষ্টির জলপুষ্ট কিছু নদী দেখা যায়।

b. আরাবল্লীর পূর্বে অবস্থিত রাজস্থান মালভূমি, যেখানকার উচ্চতা প্রায় 500 m এর মধ্যে হয়।

c. এছাড়া মধ্যভারত পাহাড় অঞ্চলটিতে তরঙ্গায়িত ভূমিরূপ ও চম্বল নদী দেখা যায়।

d. বুন্দেলখন্ড মালভূমি অঞ্চলটি গ্রানাইট ও নিস শিলায় গঠিত প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি। এটি বিন্ধ্য পর্বত ও গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

e. আরাবল্লী এবং বুন্দেলখন্ড মালভূমির মাঝে অবস্থিত লাভা-গঠিত চ্যাপ্টা আকৃতির পাহাড়কে মালব মালভূমি বলে।

f. মালব মালভূমির দক্ষিণে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মাঝে নর্মদা নদী উপত্যকার অবস্থান দেখা যায়।

g. মধ্যভারতের উচ্চভূমির সবচেয়ে পূর্বদিকের অংশ হল রেওয়া মালভূমি।

ii) পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি হল মধ্য ভারতের উচ্চভূমির পূর্বদিকের ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি অঞ্চল।

a. বাঘেলখণ্ড মালভূমি হল মধ্য প্রদেশে অবস্থিত প্রাচীন পাললিক ও গ্রানাইট শিলা গঠিত ক্ষয়প্রাপ্ত ভঙ্গিল পর্বতের অংশ।

b. ছোটনাগপুর মালভূমি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। ছোটনাগপুর মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল পরেশনাথ পাহাড় (1366m)। আর্কিয়ান যুগের আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত এই ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। এই অঞ্চলটি বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

c. স্লেট ও চুনাপাথর গঠিত মহানদীর অববাহিকা অঞ্চল এর গড় উচ্চতা 1000 m এর মধ্যে। একে ছত্তিসগড় সমভূমিও বলা হয়।

d. মহানদী অববাহিকার পূর্বদিকের অংশ গড়জাট পাহাড় এবং দক্ষিণ ভাগের পার্বত্যভূমি দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের প্রাধান্য দেখা যায় (লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ)।

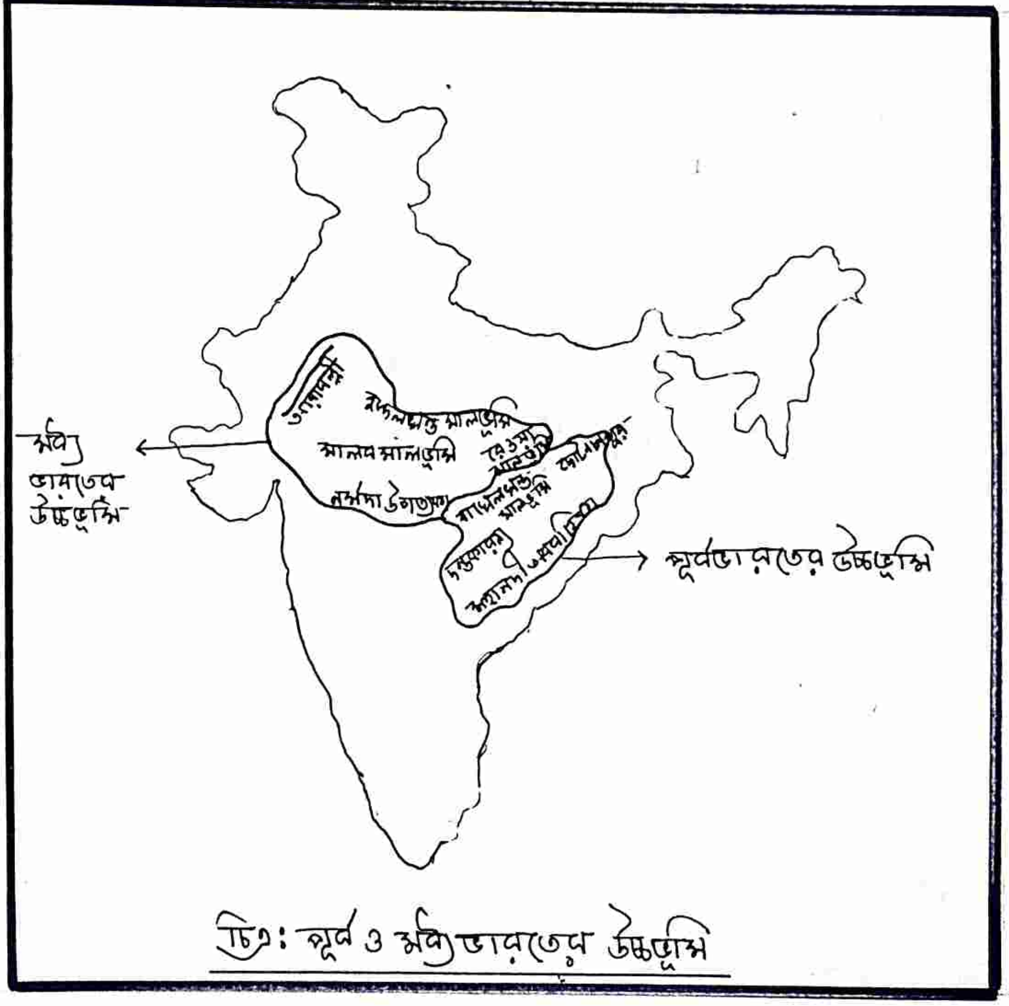

চিত্র: পূর্ব ও মধ্য ভারতের উচ্চভূমি

6. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

উপদ্বীপীয় ভারতের দক্ষিণে ত্রিভুজের আকৃতি বিশিষ্ট মালভূমি হল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। এই মালভূমির বিস্তার মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে। এই মালভূমি অঞ্চলটি পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত এবং পূর্বে পূর্বঘাট পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই অঞ্চলটি প্রাচীন গ্রানাইট ও নিস শিলায় গঠিত। এই অঞ্চলে সাতপুরা, মহাদেব, মাইকাল, নীলগিরি, আনাইমালাই প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। এই মালভূমি বিভিন্ন অংশগুলি হল —

i) Deccan Trap — এই মালভূমির উত্তর পশ্চিম অংশে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে বিদার অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাসল্ট শিলা গঠিত যে চ্যাপ্টা ধাপবিশিষ্ট ভূমিরূপ দেখা যায়, তাকে Deccan Trap বলা হয়। এই অংশের উচ্চতা 800 - 1000 m এর মধ্যে হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ব্যাসল্ট শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত রেগুর মৃত্তিকার সৃষ্টি করে। এখানে মহাবালেশ্বর, অজন্তা পাহাড়, ইলোরা প্রভৃতির অবস্থান দেখা যায়।

ii) Karnataka Plateau — Deccan Trap এর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পশ্চিম উপকূল বরাবর কর্নাটক রাজ্যের অন্তর্গত এই মালভূমি। এই মালভূমির গড় উচ্চতা 500 m পর্যন্ত হতে পারে।

• এর দঃ পশ্চিমের উচ্চভূমিকে মালনাদ বলে, মালনাদ কথার অর্থ পাহাড়ের দেশ।

• উত্তরপূর্বের অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে বলে ময়দান।

iii) Telangana Plateau — তেলেঙ্গানা রাজ্যের অন্তর্গত এই মালভূমি কর্নাটক রাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই মালভূমি প্রাচীন গ্রানাইট ও নিস শিলায় গঠিত এবং এর উচ্চতা 500 - 600 m এর মধ্যে থাকে।

চিত্র: দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

7) Coastal Plains :

উপদ্বীপীয় ভারতের আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরকে বেষ্টন করে আছে বিস্তৃত এক সমভূমি অঞ্চল। এই উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় 6100 Km. ভূপ্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে এই উপকূলীয় সমভূমির ভাগ গুলি হল —

উপকূলের সমভূমি

- পশ্চিম উপকূলের সমভূমি
  - কচ্ছ উপদ্বীপ
  - কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ
  - গুজরাট সমভূমি
  - কোঙ্কন উপকূলের সমভূমি
  - কর্নাটক উপকূলের সমভূমি
  - মালাবার উপকূল সমভূমি
- পূর্ব উপকূলের সমভূমি
  - ওড়িশা উপকূলের সমভূমি
  - অন্ধ্র উপকূলের সমভূমি
  - তামিলনাড়ু উপকূল সমভূমি

i) পশ্চিম উপকূলের সমভূমি — কচ্ছের রন থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমির বিস্তার। কচ্ছের রন অঞ্চলে কচ্ছ উপদ্বীপ, এবং এর দক্ষিণে অবস্থিত কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ। সবরমতী, মাহি, তাপ্তি নদীর পলি সঞ্চিত হয়ে গুজরাট সমভূমি গঠন করেছে। এরপর গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত কোঙ্কন উপকূল। গোয়া থেকে ম্যাঙ্গালুরু পর্যন্ত কর্নাটক উপকূল এবং তারপর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত মালাবার উপকূল।

ii) পূর্ব উপকূলের সমভূমি —

ওড়িশা উপকূলে মহানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ওড়িশা সমভূমি। এরপর পুলিকট হ্রদ পর্যন্ত কৃষ্ণা ও গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে অন্ধ্র সমভূমি, শেষে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত তামিলনাড়ু সমভূমি।

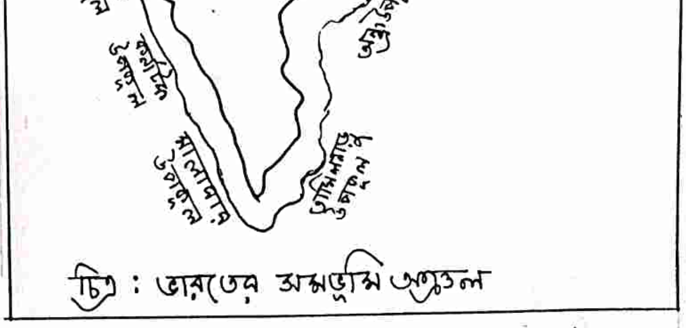

চিত্র : ভারতের সমভূমি অঞ্চল

8. <u>Islands</u> :

ভারতে বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরে কিছু দ্বীপপুঞ্জ দেখা যায়।

- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রায় 265 টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই দ্বীপগুলি ঘন ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য দ্বারা আবৃত এছাড়া কিছু ম্যানগ্রোভ বনভূমিও দেখা যায়। Coco Channel এই দ্বীপপুঞ্জকে মায়ানমার থেকে আলাদা করেছে। এই দ্বীপপুঞ্জটি উত্তর, মধ্য ও দক্ষিন আন্দামান এবং Car, Little ও Great নিকোবরে বিভক্ত, স্যাডল পিক আন্দামানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, মধ্য আন্দামানে অবস্থিত ব্যারেন দ্বীপ (only active volcano in India) এবং উত্তর আন্দামানে নারকোন্ডাম দ্বীপ হল উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়গিরি।

- আরব সাগরে অবস্থিত লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের আয়তন প্রায় 30 বর্গকিমি। এই দ্বীপপুঞ্জের বেশির ভাগ অংশে জনবসতি দেখা যায়না। এই দ্বীপপুঞ্জটি প্রবাল দ্বারা গঠিত তাই বনভূমির বিস্তার কম। এটি লাক্ষা, আমিনদিভি, মিনিকয় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত।